উপস্থিত- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,

সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

আদেশ নং- ২৮

তারিখ- ১৭.০৯.২০২৩

অদ্য সোলেনামা বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

উভয়পক্ষ আদালতে হাজির।

বাদীপক্ষ ও ৩/১৬-১৮/২০/২৮/৩১ নং বিবাদীপক্ষ বিগত ২১/০৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে এফিডেভিট সহযোগে একখানা সোলেনামা দাখিল করেছেন। যা নথিতে সামিল পাওয়া গিয়াছে।

অতপর নথি সোলেনামা বিষয়ে আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

দাখিলী সোলেনামা সহ রেকর্ড পর্যালোচনা করলাম।

বাদীপক্ষ বিরোধীয় ১(ক) তফসিল বর্নিত সম্পত্তিতে তাহাদের স্বত্ব এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল মর্মে ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। বাদীর মামলার মূল বক্তব্য হলো, নালিশী দৌলতপুর মৌজার আর এস ২০৪১ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন করিম উদ্দিন গং। আর এস রেকর্ডী বেলায়েত খাঁ সহ অন্যান্য আর এস রেকর্ডীগণ নালিশী আর এস ৩৪৫৮/২৫২৫ দাগে তাদের অংশীয় স্বত্ব বাচা মিয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। আর এস রেকর্ডী আবুদল রশিদ ৩৪৭২ দাগে ৪.৭৫ শতক ভুমি বাচা মিয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। বাচা মিয়া আর এস ৩৪৫৮ দাগে অংশমতে ২৫ শতক আর এস ৩৪৭২ দাগে ৪.৭৫ শতক এবং আর এস ৩৫২৫ দাগে ১১ শতক ভুমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরনে ১-৫ নং বিবাদীগন ও অপর পুত্র কন্যা মোঃ ইদ্রিস ও আনোয়ার খাতুন ওয়ারীশ থাকে। ইদ্রিস মরনে ৬-২০ নং বিবাদী এবং ইদ্রিসের পুত্র মোহাম্মদ আবু মরনে ২৪-২৯ নং বিবাদী ওয়ারীশ খাকে। আর এস রেকর্ডী আবদুর রশিদ মরনে একমাত্র কন্যা ছবুরা খাতুন ওয়ারীশ থাকে। ১-২৯ নং বিবাদীগণ নালিশী আর এস ৩৪৫৮ দাগে আন্দরে ২৫ শতক এবং আর এস ৩৪৭২ দাগের আন্দরে ৪.৭৫ শতক ভুমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় উক্ত বিবাদীদের সাথে ছবুরা খাতুনের একখানা শালিস হয়। ০৯/১১/১৯৯৮ ইং তারিখে শালিশী রোয়েদাদ এর ২য় পক্ষ অর্থাত বাদীগনের পূর্ববর্তী ছবুরা খাতুন

নালিশী আর এস ৩৪৫৮ দাগে ১১.৮৩ শতক ৩৪৭৫ দাগে ০৬ শতক এবং ৩৫২৫ দাগে ০১ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়।

বাদীপক্ষের মামলা আরো বক্তব্য হলো, ছবুরা খাতুন ৩৪৫৮ দাগে ১১.৮৩ শতক, ৩৪৭২ দাগে ১০.২৫ শতক এবং আর এস ৩৪৭৫/৩৪৭৬/৩৫২৫ দাগাদিতে স্বত্ববান থাকাবস্থায় বিগত ২২/১২/১৯৯৬ ইং তারিখে ৫২৬১ নং কবলামূলে ৪ শতক ৩নং বাদীর নিকট , ৩০/০৫/২০০৪ ইং তারিখে ৩১৩৩ নং কবলামূলে ০৫ শতক ১ নং বাদীর নিকট ৩০/০৫/২০০৪ ইং তারিখে ৩১৩৪ নং কবলামুলে ৪ শতক ৪ নং বাদীর নিকট এবং ০১/০৩/২০১১ ইং তারিখে ২১৪৪ নং কবলামুলে ২/৫-৮ নং বাদীগনের নিকট ৪ শতক এবং ১৭/০৬/২০১৫ ই তারিখের ৫২৯১ নং হেবামূলে ১২.৬৬ শতক ভূমি হস্তান্তর করিয়া নিঃস্বত্ববান হন। এভাবে বাদীগণ নালিশী ১(ক) তফসিলোক্ত ভূমি খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে তথায় বসতভিটি নির্মানে পরিবার নিয়ে বসবাস করাসহ সেখানে বৃক্ষাদি ফলিয়ে এবং পুকুরের জলীয়াংশ এজমালে ভোগদখল করে আসছেন। বিগত ১০/০৪/২০০৮ খ্রিঃ স্বত্ব দখলহীন বিবাদীগণ ভুল বি এস রেকর্ডের অনুবলে বাদীর নিকট স্বত্ব দাবি করলে বাদীগণ বাধ্য হয়ে অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করেন।

বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, অত্র মামলা চলাবস্থায় উভয়পক্ষের মধ্যকার তর্কিত বিষয় স্থানীয়ভাবে আপোষ মীমাংশা হয়েছে। এখন উভয়পক্ষ তাহাদের মধ্যকার সম্পাদিত সোলেনামা অনুসারে অত্র মামলার ডিক্রিমূলে নিষ্পত্তির প্রার্থনা করেন।

বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি উভয়পক্ষের মধ্যকার আপোষ মীমাংসার বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং বিবাদীপক্ষ কথিত সোলেনামায় স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে স্বাক্ষর করেছেন মর্মে জানিয়েছেন। বাদীপক্ষে ১ নং **বাদী আঃ মতিন** সোলেনামার সমর্থনে PW-1 হিসাবে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। বিবাদীপক্ষ তাকে কোন জেরা করেননি। একইভাবে, ৩/১৬-১৮/২০/২৮/৩১ নং বিবাদীপক্ষে ২৮ নং বিবাদী **আঃ খালেক** সোলেনামার সমর্থনে DW-1 হিসাবে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। বাদীপক্ষ তাকে কোন জেরা করেননি।

উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত গত ২১.০৩.২০১৯ খ্রিঃ তারিখের সোলেনামা, আরজির বক্তব্য ও দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করলাম।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১(ক) তফসিলোক্ত ২৯. ৮৩ শতক ভূমি নিয়ে বাদীগন ও ৩/১৬-১৮/২০/২৮/৩১ নং বিবাদীপক্ষের মধ্যে কথিত

সোলেনামা সম্পাদিত হয়েছে। সোলেনামার শর্ত পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় তফসিলোক্ত ২৯.৮৩ শতক ভূমিতে বাদীগন স্বত্ববান হবেন এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান অশুদ্ধ হয়েছে মর্মে অত্র বিবাদীগন স্বীকার করেছেন এবং উক্ত বিষয়ে তারা সর্বসম্মতিক্রমে অনাপত্তি প্রদান করেন। এখন দেখা যাক ২৯.৮৩ শতক ভূমিতে বাদীগণ স্বত্ববান হবার অধিকারী হন কিনা ?

বাদীপক্ষের দাখিলী আর এস ২০৪১ নং খতিয়ানের সি.সি হতে দেখা যায় উক্ত খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তির মালিক ছিল যথাক্রমে করিম উদ্দিন, হেদায়েত খাঁ, আবদুল রশিদ, বাচা মিয়া, রহিম নেছা, অছি উদ্দিন, হাসমত খাঁ, চান্দ খাঁ ও মাজমা খাতুন। বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে উক্ত আর এস রেকর্ডীগণ নালিশী আর এস ৩৪৫৮/৩৫২৫ দাগে তাহাদের সম্পূর্ন স্বত্ব দৌলতপুর সাকিনের মকবুল আলীর পুত্র বাচা মিয়ার নিকট হস্তান্তর পূর্বক নিঃস্বত্ববান হন। বাদীপক্ষের দাবিমতে বাচা মিয়া উক্ত কবলামূলে নালিশী ৩৪৫৮ দাগে ২৫ শতক, ৩৪৭২ দাগে ৪.৭৫ শতক এবং ৩৫২৫ দাগে ১১ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। কিন্তু বাদীপক্ষ তাহাদের এরুপ দাবির সমর্থনে অতি গুরুত্বপূর্ন উক্ত দলিলখানি আদালতে দাখিল করেননি। এমতাবস্থায় উক্তরুপ হস্তান্তরের সত্যতা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে আমি বিবেচনা করি। বাদীপক্ষের দাবিমতে খরিদ্দার বাচা মিয়া মরনে ১-৫/৬-২০/২৪-২৯ নং বিবাদীগণ ওয়ারীশসূত্রে তৎ স্বত্ব লাভ করেন।

বাদীর আরজি দৃস্টে আর এস রেকর্ডী আবদুর রশিদ ৩৪৭২ দাগে বিক্রিবাদ ১০.২৫ শতক এবং আর এস ৭৪৭৫/৭৪৭৬ দাগের ৬+১ =৭ শতক ভূমিতে স্বত্ববান থাকাবস্থায় পুত্র বিহীন মরনে তৎ স্বত্ব এক কন্যা ছবুরা খাতুন প্রাপ্ত হয়। বাদীপক্ষের দাখিলী সালিশী রোয়েদাদের ফটোকপি হতে দেখা যায়, বাচা মিয়ার তিন পুত্র নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইসহাক ও মোঃ ইদ্রিসের সহিত আপোষমতে উক্ত ছবুরা খাতুন আর এস ৩৪৫৮ দাগে ১১.৮৩ শতক, ৩৪৭৫ দাগে ৬ শতক এবং ৩৫২৫ দাগে ১ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। বাদীপক্ষ ছবুরা খাতুন রোয়েদাদ উল্লেখিত তফসিলী সম্পত্তিতে স্বত্ববান হবার দাবি করলেও এরুপ দাবি আইনত গ্রহনযোগ্য নয় বলে আমি মনে করি। কেননা এ ধরনের অরেজিষ্ট্রিকৃত সালিশি রোয়েদাদের মাধ্যমে অস্থাবর সম্পত্তি যেমন হস্তান্তরিত হবার সুযোগ নেই, তেমনি তার কোন আইনগত ভিত্তিও নেই। সুতরাং ছবুরা খাতুন ৩৪৭৫ দাগে ৬ শতক ওয়ারীশসূত্রে স্বত্ববান হলেও ৩৪৫৮ দাগে ১১.৮৩ শতক এবং ৩৫২৫ দাগে ১ শতক সম্পত্তিতে রোয়েদাদমূলে স্বত্ববান হবেন না মর্মে আমি বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলী হস্তান্তর দলিলসমূহ যথা ৫২৬১/১৯৯৬, ৩১৩৩/২০০৪, ৩১৩৪/২০০৪, ২১৪৪/২০১১ নং হেবা দলিল ও ৫২৯১/২০১৫ হেবা দলিল পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৫২৬১/১৯৯৬ ও ৩১৩৩/২০০৪ নং দলিলমূলে ছবুরা খাতুন ওয়ারীশসূত্রে প্রাপ্ত দাগাদির ভুমি থেকে সম্পত্তি হস্তান্তর করলেও ৩১৩৪/২০০৪, ২১৪৪/২০১১ নং হেবা দলিল ও ৫২৯১/২০১৫ হেবা দলিল মূলে ৩৪৫৮ দাগ ও ৩৫২৫ নং দাগাদির ভুমি বাদীগনের নিকট হস্তান্তর করেছেন। উক্ত আর এস ৩৪৫৮ ও ৩৫২৫ দাগাদরি ভুমি প্রকৃতপক্ষে ছবুরা খাতুন আইনত হস্তান্তরের অধিকারী নন। সুতরাং বাদীগণ বিরোধীয় ১(ক) তফসিল বর্নিত আর এস ৩৪৫৮ দাগে ১১.৮৩ শতক এবং ৩৫২৫ দাগে ০.৭৫ শতক ভুমিতে কোনভাবেই স্বত্ববান হবেন না মর্মে আমি বিবেচনা করি।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় সোলেনামা সম্পাদনকারী বিবাদীগণ খরিদ্দদার বাচা মিয়ার ওয়ারীশ হিসাবে ৩৪৫৮ ও ৩৫২৫ দাগের ভুমি বাদীগনের সাথে সোলেনামা সম্পাদন করলেও উক্ত দাগের ভুমি যে বাচা মিয়া খরিদসূত্রে মালিক হয়েছে তৎপ্রমানে বাদী বা বিবাদী কোন পক্ষই উক্ত খরিদা দলিল দেখাতে পারেননি। তৎ বিবেচনায় তাহারা সোলেনামা সম্পাদনের অধিকারী নন বলে আমি মনে করি। ছবুরা খাতুন বাচা মিয়ার ওয়ারীশদের সাথে সালিশী রোয়েদামূলে ৩৪৫৮ ও ৩৫২৫ দাগের ভুমি প্রাপ্ত হবার দাবি সম্পূর্ন অগ্রণযোগ্য এবং আইনের চোখে মূল্যহীন। অরেজিষ্ট্রিকৃত রোয়েদান মূলে অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হবার কোন সুযোগ নেই। ছবুরা খাতুন কথিত হস্তান্তরসমূহ দ্বারা ৩৪৫৮ ও ৩৫২৫ দাগের ভুমিতে বাদীগণ কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেননি মর্মে বিবচেনা করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীগন ও ৩/১৬-১৮/২০/২৮/৩১ নং বিবাদীপক্ষের মধ্যেকার সম্পাদিত সোলেনামায় বর্নিত আপোষের শর্ত যথা তফসিলোক্ত ১(ক) বন্দের ২৯.৮৩ শতক ভুমি বাদীগন স্বত্ববান হইবেন মর্মে শর্ত সুষ্ঠু ও বৈধ নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এমতাবস্থায় দাখিলীয় বিগত ২১/০৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের সোলেনামা অত্র আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলো।

আগামী----------ইং পরবর্তী ধার্য তারিখ।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।